এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৫ / অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ / রেজি নং-২৪-৮৭

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর এক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

ভেতরের পাতায়

সম্পাদকীয় ২

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন ৩

আইএলও প্রতিনিধি দলের কনস্ট্রাকশন স্কিল ট্রেনিং সেন্টার (সিএসটিসি) পরিদর্শন ৩

মাদারীপুরে খাল পুনর্খননে উন্নত হচ্ছে জীবনমান ৪

সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে সিরাজগঞ্জে কৃষিতে ব্যাপক অগ্রগতি ৫

সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন সৃষ্টি করেছে কর্মসংস্থানের সুযোগ ৬

অবসরে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ৭

ক্রিলিকের আওতায় পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন ৮

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন ৮

প্রকল্প বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ করা যাবে না

– আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৭ নভেম্বর ২০২৪ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে এলজিইডির বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে উন্নয়ন সহযোগীরা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

কোনো কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বেশি লাগলে সেক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় করে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকল প্রকার দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে। রাস্তা বা কালভার্টের কাজ করতে চাহিদা কিভাবে নিরূপণ করতে হয় জানতে চেয়ে মাননীয় উপদেষ্টা বলেন, পরামর্শক নিয়োগে সময়ক্ষেপন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব পরে। পরামর্শক নিয়োগ সংক্ষিপ্ত সময়ে কীভাবে করা যায় সে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকের নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি তাদের রক্ত বৃথা যেতে দিবো না। নতুন দেশে মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

আমাদের সবার প্রচেষ্টা থাকবে মানুষের আশার প্রতিফলন ঘটানো। এই মন্ত্রণালয়ের জনসম্পৃক্ততা বেশি বলে মন্তব্য করেন। তিনি সবাইকে গুরুত্বের সাথে দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) মোঃ নজরুল ইসলাম। এছাড়াও মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

এলজিইডি নির্মিত সেতু গ্রামীণ যোগাযোগে এনেছে গতিশীলতা

কার্যকর সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করতে সরকার সড়কের শ্রেণি বিন্যাস করে এলজিইডিকে পল্লি সড়কে অর্থাৎ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ সড়কে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। ১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) ও ১৯৯২ সালে এলজিইডি প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি ছোট সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীকালে সক্ষমতা বাড়ায় বড় সেতু নির্মাণ করছে। এলজিইডি পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে এসব সেতু নির্মাণ করে চলেছে। এসব সেতু নির্মাণের ফলে মানুষ স্বল্পখরচে এবং স্বল্পসময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসেছে গতিশীলতা।

দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে দেশব্যাপী শক্তিশালী সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিকল্প নেই। বলা হয়, সড়ক যেখানে শেষ, সেতু সেখানে খুলে দেয় সম্ভাবনার নতুন দ্বার। সময়ের পরিক্রমায় বৃহৎ সেতু নির্মাণ আজ আবশ্যক হয়ে উঠেছে। এলজিইডি ইতোমধ্যে সফলতার সঙ্গে বেশকিছু বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কুড়িগ্রামের ধরলা নদীর ওপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ সেতু, কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর ওপর ৫০৪ মিটার দীর্ঘ কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু, গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীর ওপর ৫৮৮ মিটার দীর্ঘ চাপাইল সেতু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদীর ওপর নির্মিত ৫৪৬ মিটার সেতু এবং রংপুরে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ৮৫০ মিটার দীর্ঘ সেতু। এছাড়াও এলজিইডি কর্তৃক গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় তিস্তা নদীর ওপর নির্মাণাধীন ১,৪৯০ মিটার প্রি-স্ট্রেড, কংক্রিট সেতু নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে।

এলজিইডি সেতু নির্মাণের পাশাপাশি সেতুগুলোকে পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী করতে অ্যাপ্রোচ সড়ক ও সেতুগুলোতে বিদ্যুৎবাতির সংস্থান করছে। বৃহৎ সেতুগুলো স্থানীয় জনগণের কাছে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। দেশব্যাপী নির্মিত সেতুগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস' শিরোনামে এলজিইডি একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বৃহৎ সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে এলজিইডি নদ-নদীর পানি প্রবাহ, নৌ-চলাচল এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা সম্পাদন করে নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি ১০০ মিটারের উর্ধ্বে সেতুগুলোর জন্য হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল সমীক্ষা সম্পাদন করে পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি করে। অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতুর ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএ-এর অনুমোদনক্রমে নৌ-চলাচলের উচ্চতা নির্ধারণ করে সেতু নির্মাণ করে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না এলজিইডি নির্মিত বড় সেতুগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। সেতুগুলো আশেপাশের এলাকার জনগণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি পেশাগত উৎকর্ষের সঙ্গে বৃহৎ সেতুগুলো নির্মাণ করছে। উন্নয়নকে গতিশীল করতে দেশব্যাপী আন্তঃসংযোগ বিশেষ করে পল্লি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে এসব সেতু বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে গতিশীল ও নির্বিঘ্ন সড়ক যোগাযোগে এলজিইডি নির্মিত সেতুগুলো অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। পল্লি এলাকার সেতুগুলো দেখলে মনে হয় আজ দেশের মানুষ একে-অপরের অনেক কাছে।

নড়িয়া পৌরসভায় বিশেষ শহর সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত এডিবি ও এএফডির মিশন প্রতিনিধি দল

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর লোন রিভিউ মিশন সম্পন্ন

১১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং ফ্রান্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এএফডি)-এর লোন রিভিউ মিশন সম্পন হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)'র প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথের সভাপতিত্বে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ কিক-অফ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। কিপ-অফ সভায় এডিবি ম্যানিলাস্থ হেডকোয়ার্টার্সের সিনিয়র আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট মিস্টার জো টু, এডিবির সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার) অমিত দত্ত রায় ও জেন্ডার স্পেশালিস্ট সুরাইয়া জেবিন ভার্চুয়ালি অংশ নেন। উক্ত সভায় এএফডি প্রজেক্ট ম্যানেজার রাফিউল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রকল্পের নগর পরিচালন ও অবকাঠামো কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ ডিসবার্জমেন্ট লিঙ্ক ইন্ডিকেটর, পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান, জেন্ডার সমতা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা করেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল বারেক। এসময় এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রকল্প অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মিশন প্রতিনিধি দল ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ যথাক্রমে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করেন। মিশন নড়িয়া পৌরসভা ও কালিগঞ্জ পৌরসভার প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলাদা দুটো বিশেষ শহর সমন্বয় কমিটির সভায় অংশ নেন। সভায় পৌরসভার কার্যক্রম, পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা, রাজস্ব সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং ওয়েববেইজড রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পৌরসভায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ, নির্মাণ কাজের মান, জেন্ডার সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং খালগুলো উন্নয়নের মাধ্যমে জলবদ্ধতা নিরসনে কিছু সুপারিশ ওঠে আসে। শহর সমন্বয় কমিটির সভা শেষে মিশন উভয় পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন এবং সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মিশনে আইইউজিআইপির প্রকল্প পরিচালক, পিএমইউ'র স্টাফ এবং পরাশর্মক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথের সভাপতিত্বে মিশনের প্রি-র‌্যাপ-অফ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রি-র‌্যাপ-অফ সভায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সদস্যগণ সন্তোষপ্রকাশ করেন এবং কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ আইএলও অফিসের পার্টনারশিপ অফিসার এলিসা বেনিস্ট্যান্ট ফ্রেমিগাকি, নারী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন

আইএলও প্রতিনিধি দলের কনস্ট্রাকশন স্কিল ট্রেনিং সেন্টার (সিএসটিসি) পরিদর্শন

গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)-এর এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল গাজীপুরে স্থাপিত কনস্ট্রাকশন স্কিল ট্রেনিং সেন্টার (সিএসটিসি) পরিদর্শন করে। পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আইএলও-এর দক্ষিণ এশিয়া ডিসেন্টওয়ার্ক টিমের সিনিয়র স্পেশালিস্ট টমাস স্টেনস্ট্রম। মিশনের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ আইএলও অফিসের পার্টনারশিপ অফিসার এলিসা বেনিস্ট্যান্ট ফ্রেমিগাকিসহ অন্য সদস্যরা। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) অর্থায়নে এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের অধীনে একটি অত্যাধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিবছর এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বাজেটের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ব্যয় করে থাকে। কিন্তু দক্ষ জনবল না থাকায় এ সকল সড়ক নির্মাণে গুণগতমান বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৭

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার চর আলিমাবাদ উপ-প্রকল্পের খাল পুনর্খনন

মাদারীপুরে খাল পুনর্খননে উন্নত হচ্ছে জীবনমান

মাদারীপুর সদর উপজেলা,কালকিনি উপজেলা ও রাজৈর উপজেলায় ৬টি খাল পুনর্খনন করায় এলাকায় কৃষি ও মাছ চাষে প্রাণ ফিরেছে। বিপুল সংখ্যক কৃষি জমি চাষযোগ্য হয়েছে। খালে সারাবছর পানি পাওয়ায় বেড়েছে সেচ সুবিধাসহ নানান ফসলের উৎপাদন ও মাছ চাষ। পারিবারিক চাহিদা মেটানো ছাড়াও বাণিজ্যিকভাবে ফসল ও মাছ উৎপাদন করা হচ্ছে। এলাকার বেকার শিক্ষিত তরুণেরা কৃষি ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন। কৃষির জোয়ারের ফলে কৃষিশ্রমিকদের কাজ, চাহিদা ও মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপশি এলাকায় দারিদ্র্য ও বেকারত্ব কমছে। ফলে অত্র এলাকায় জীবনমান উন্নত হচ্ছে।

ঘুনসী কুচিয়ামোরা খাল

মাদারীপুর সদর উপজেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শিরখাড়া খাল উপ-প্রকল্পের আড়িয়াল খাঁ নদ হতে বিল পর্যন্ত ২,৮০০ মিটার ঘুনসী কুচিয়ামোরা খাল পুনর্খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খালটি পুনর্খননের ফলে উত্তর শিরখাড়া, দক্ষিণ শিরখাড়া, ঘুনসী, কুচিয়ামোড়া ও চর ঘুনসী এলাকার জনগণ উপকৃত হচ্ছে। এলাকাবাসীরা জানান, প্রায় ১৩০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যাবে। বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা পাবে। মৎস্য খাতে ব্যাপক উন্নয়ন হবে।

চর আলিমাবাদ খাল

মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার পূর্ব চর আলিমাবাদ থেকে দক্ষিণ চর আলিমাবাদ পর্যন্ত ২,৭১৫ মিটার খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। চর আলিমাবাদ, বড় চর কয়ারিয়া ও আলিমাবাদের মানুষ উপকৃত হচ্ছে। প্রায় ২০৫ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হচ্ছে। বন্যা থেকে ফসল রক্ষা পাচ্ছে। খালে সারা বছর পানি থাকায় মাছ চাষেও সাড়া পড়েছে।

বাইক্কার বিল

রাজৈর উপজেলায় বাইক্কার বিল উপ-প্রকল্পের আওতায় খাল পূনর্খনন করায় উত্তর হোগলা, আমগ্রাম ও তেলীকান্দি এলাকায় ফসল উৎপাদন ও মৎস্য চাষ বেড়েছে। প্রায় ১৩৮ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসলের চাষ হচ্ছে। জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান ও কৃষিকাজে সেচের পানির সংকট দূর হয়েছে।

মস্তফাপুর ডিসি খাল

মাদারীপুর জেলার সদর উপজেলায় মস্তফাপুর উপ-প্রকল্পের মস্তফাপুর লোয়ার কুমার নদ হতে চান্দের বাজার লোয়ার কুমার নদ পর্যন্ত ৮,১১৫ মিটার খাল পূনর্খননের ফলে বালিয়া, সচিয়ার ভাঙ্গা, দক্ষিণ খাগছাড়া, উত্তর খাগছাড়া ও চাপাতলি এলাকার কৃষি ও মাছ চাষের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। প্রায় ৩৬৫ হেক্টর জমি চাষযোগ্য হওয়ায় সারাবছর বিভিন্ন ফসল উৎপাদন হচ্ছে। বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা পাওয়ায় কৃষকেরা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। এলাকার বেকার তরুণেরা মাছ চাষ করে স্বাবলম্বি হচ্ছেন।

চর লক্ষিপুর খাল

কালকিনি উপজেলায় লক্ষিপুর উপ-প্রকল্পের কীর্তিনাশা নদী থেকে কোলচুরি পর্যন্ত ২,১৫০ মিটার খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। এতে প্রায় ২২৭ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণ উপকৃত হচ্ছে। কীর্তিনাশা নদী প্লাবিত হয়ে প্রতিবছর ফসল ডুবে যাওয়ায় কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতো। এখন বন্যার হাত থেকে ধান, পাট,শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল রক্ষা পাচ্ছে। খালটি পুনর্খননের ফলে মাছ চাষও বেড়েছে।

কালিবাড়ী খাল

মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার কালিবাড়ি উপ-প্রকল্পের কালিবাড়ি খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। ফলে হরিদাশদী ইউনিয়নের কাঁচা বালি, মহেন্দ্রাদি কবিরাজপুর ও কালিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা সারা বছর প্রায় ২৬০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করতে পারছে। কুমার নদ থেকে শুরু হয়ে মরা কুমার নদ পর্যন্ত খালে সারা বছর মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছেন মাছচাষীরা। বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা পাওয়ায় এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং অব ট্রেইনার্স: ইউপি রোল ইন ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন মোঃ এনামুল হক পিইঞ্জ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (আইডব্লিউআরএম)

সীমান্ত বাজার আরএইচডি হতে রতনকান্দি জিসি সড়ক

সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে সিরাজগঞ্জে কৃষিতে ব্যাপক অগ্রগতি

এলজিইডির প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজ কর্মসূচির আওতায় সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়নে রাস্তা-কালভার্ট নির্মাণ ও প্রশস্ত করা হয়েছে। ফলে এলাকার জনগণ স্বল্পসময়ে ও স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারছে। অত্র এলাকার কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সার্বিক জীবনমানের অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নের ফলে সিরাজগঞ্জে কৃষিতে শ্রম, বিনিয়োগ ও সম্পৃক্ততা বেড়েছে। সেইসঙ্গে বেড়েছে নানান শাকসবজি ও মাছ উৎপাদন। কৃষিপন্য কম খরচ ও কম সময়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপনন করা সম্ভব হচ্ছে। সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলায় হরিনাথপুর জিসি থেকে ঢেকুরিয়া জিসি পর্যন্ত রাস্তা ও কালভার্ট প্রশস্ত করা হয়েছে। ৩.৬৬ মিটার প্রস্থ রাস্তা ৭.৩ মিটার প্রস্থে উন্নীত করা হয়েছে। ব্যস্ততম রাস্তাটি দিয়ে স্থানীয় লোকজন কাজিপুর হয়ে শেরপুর, বগুড়া যাতায়াত করে। রাস্তাটি প্রশস্ত হওয়ায় চলাচলে সুবিধা হচ্ছে।

কাজিপুর উপজেলায় সীমান্ত বাজার হতে সোনামুখী জিসি রাস্তায় ২০ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে দৈর্ঘ্য ছিল ১০ মিটার। রাস্তাটি দিয়ে কাজিপুর সীমান্ত বাজার হতে সোনামুখী হয়ে শেরপুর, ধুনট যাতায়াত করা হয়। রাস্তাটি প্রশস্ত করার ফলে এই এলাকার যাতায়াত সুবিধা বেড়েছে।

উল্লাপাড়া উপজেলায় রামকৃষ্ণপুর ইউপি অফিস-আমসাড়া বাজার চৈত্রহাটি হাট পর্যন্ত রাস্তাটি উন্নয়নের ফলে আমসাড়া বাজার ও চৈত্রহাটি হাটের সাথে রামকৃষ্ণপুর ইউপি তথা হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের সংযোগ তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি পাকা হওয়ায় এলাকার কৃষিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলায় আড়ংগাইল হাট থেকে রায়গঞ্জ উপজেলার সোনাখাড়া ইউনিয়নের অফিস পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাটির পাশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাস্তাটি পাকা হওয়ায় এলাকার লোকজন উপকৃত হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার তামাই বাজার থেকে তামাই কেন্দ্রীয় মসজিদ পর্যন্ত সড়ক পাকা করা হয়েছে। রাস্তাটির পাশে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাঁত শিল্পের উন্নয়নে রাস্তাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত।

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার চরগিরিশ ইউনিয়নের রাজনাথপুর সড়ক কৃষ্ণচুড়া মোড় হতে পূর্বদিকে নদীর ঘাটের সাথে সংযোগ স্থাপন করেছে। রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। রাস্তাটি পাকা হওয়ায় অত্র এলাকায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রামকৃষ্ণপুর ইউপি অফিস-আমসাড়া বাজার চৈত্রহাটি হাট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন

আড়ংগাইল হাট হতে সোনাখাড়া ইউপি অফিস সড়ক

তাড়াশ জিসি-সলঙ্গা জিসি সড়ক

রতনকান্দি হাট সড়ক

গাজীপুরের তরগাও ইউনিয়ন-হেডকোয়ার্টার দরদরিয়া বাজার সড়ক

সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন সৃষ্টি করেছে কর্মসংস্থানের সুযোগ

এলজিইডির বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর আওতায় গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া, কালিগঞ্জ ও শ্রীপুর উপজেলায় ৫টি সড়ক ও ৩টি ব্রিজ উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে সেসব এলাকায় যাতায়াত ও যোগাযোগ সহজ ও আরামদায়ক হয়েছে। যোগাযোগ উন্নীত হওয়ায় সময়ের অপচয় কম হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিল্প, কৃষি ও মৎস্য খাতের পণ্য পরিবহন ও বিপণনে সড়ক ও সেতুগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। উপজেলাগুলোর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন হওয়ায় অত্র অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিও দৃশ্যমান। বিপুল সংখ্যক বেকার তরুণ কৃষি ও মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় সরিষারচালা মিস্ত্রি বাড়ি থেকে বরাইদ সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে কালিগঞ্জ ও সদর উপজেলার মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। সড়কটি উন্নয়নের ফলে কৃষিপণ্য স্বল্প সময়ে আনা-নেয়া করা যাচ্ছে।

কালিগঞ্জ জিসি থেকে উলুখোলা জিসি রোড হয়ে পানজোরা বাজার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। উপজেলার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সড়কটি নির্মাণ করার। সড়কটি উপজেলার সংযোগ সড়ক হিসেবে কাজ করছে। সড়কটি এলাকার কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় তরগাও ইউনিয়ন থেকে দরদরিয়া বাজার সড়ক উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে। তরগাও ইউনিয়নের মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। এলাকার বিভিন্ন কৃষি পণ্য স্বল্পসময়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করা যাচ্ছে।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় মাওনা চৌরাস্তা-উজিলাবো সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি উন্নয়নের ফলে শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। শ্রীপুর উপজেলায় কৃষি ও মৎস্য খাতের উন্নয়নে সড়কটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার অসীনির বাড়ি থেকে রাজাবাড়ী জিসি-চাঁদপুর জিসি সড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। সড়কটি কাপাসিয়া উপজেলার সঙ্গে শ্রীপুর উপজেলার সংযোগ সড়ক হিসেবে কাজ করছে। দুটি উপজেলার বিপুল সংখ্যক মানুষ এ সড়ক ব্যবহার করছে। এলাকার কৃষি পণ্য ও মৎস্য পরিবহনে সড়কটি ভূমিকা রাখছে।

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলায় ২৫ মিটার সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফলে এই এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত ভোগান্তি অনেকাংশে দূর হয়েছে। নদী পারাপারে ঘাটে নৌকার অপেক্ষায় এখন আর থাকতে হয় না। রায়েদ ইউনিয়ন সদর থেকে দুলালপুর বাজার হয়ে মৈশান মিয়ার বাজার পর্যন্ত দুই পাড়ের মানুষ এখন রাত দিন যে কোনো সময় যাতায়াত করতে পারছে। সেতুটি এপ্রোচ সড়ক যে সড়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেটিও বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ প্রকল্প এর মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে।

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় কাপাসিয়া জিসি-কালিগঞ্জ জিসি সড়কে ২০ মিটার আরসিসি ব্রীজ উন্নয়ন করা হয়েছে। ব্রীজটি স্থানীয় জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ করেছে। আগে দুই পাড়ের মানুষ নৌকায় যাতায়াত করতো, একটু বেশি রাত হয়ে গেলে ঘাটে নৌকা পাওয়া যেত না। এখন ব্রিজ ব্যবহার করে কাপাসিয়া ও কালিগঞ্জ উপজেলার মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছে। ব্রীজটি কৃষি ও মৎস্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ৯০ মিটার সেতুর নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি হওয়ায় নৌকায় যাতায়াতের ভোগান্তি আর নেই। শ্রীপুর উপজেলার লালপুকুরপাড় বাজার ভায়া শিমুলতলী বাজারের দুই পাড়ের মানুষ এখন অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছেন। সেতুটি সংযোগ সড়ক হিসেবেও কাজে লাগছে।

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সরিষারচালা-বরাইদ সড়ক

শ্রীপুর উপজেলার মাটিকাটা নদীর ওপর ৯০ মিটার পিএসসি গার্ডার ব্রীজ

অবসরে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী আলি আখতার হোসেন ১৯ অক্টোবর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৩ জুন উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি পঞ্চগড় সদর উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও সর্বশেষ প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন ১৯৬৫ সালের ২০ অক্টোবর রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা হাসান ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা হাসান ১৯৬৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ফেনী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি উপজেলাঃ ফরিদগঞ্জ, জেলা চাঁদপুরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী মহসিন উদ্দিন আহমেদ ভূঞা ১৯৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আবদুস সালাম ২৩ অক্টোবর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ আবদুস সালাম ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী মোঃ আবদুস সালাম ১৯৬৫ সালের ২৪ অক্টোবর কুষ্টিয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া ৩০ নভেম্বরর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী মোঃ নাঈম উদ্দিন মিয়া ১৯৬৫ সালের ১ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সৈয়দ আহাম্মদ আলী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। সৈয়দ আহাম্মদ আলী ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী সৈয়দ আহাম্মদ আলী ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি ঝিনাইদহ জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৌশলী আবু সাঈদ মোঃ শাহেদুর রহিম ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি যশোর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

আইএলও প্রতিনিধি দল

০৩ পৃষ্ঠার পর

এ লক্ষ্য সামনে রেখে সড়ক নির্মাণে গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি যুব ও নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিএসটিসি কাজ করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রভাতী প্রকল্পের ৩০০ জন নারীসহ মোট ১,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম নারীদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। এই উদ্যোগের ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা শুধুমাত্র সড়ক নির্মাণের জন্য দক্ষ হবে না, বরং তারা টেকসই জীবিকা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার পথে অগ্রসর হবে। এলজিইডির সিএসটিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে। আগামীতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)-এর স্বীকৃতির জন্য কাজ চলমান রয়েছে। আইএলও প্রতিনিধি দল সিএসটিসি-এর উদ্ভাবনী মডেল এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে। এ কেন্দ্রকে একটি আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করার সম্ভাবনা বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। এছাড়াও, সিএসটিসি-এর মডেলটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সংস্থা বা দেশের জন্য একটি রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপনের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করে। সিএসটিসি-এর পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ সেলিম মিয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান বজায় রাখতে ইফাদ এবং প্রতিনিধি দলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এলজিইডির ঠিকাদারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রভাতী প্রকল্পের পরিচালক আনিসুল ওহাব খান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী নারীদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও উদ্দীপনার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগটি গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের একটি দীর্ঘস্থায়ী কাঠামো তৈরি করবে। এই পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই কর্মসংস্থান এবং লিঙ্গসমতা অর্জনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

ক্রিলিকের আওতায় পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্বোধন

এলজিইডির ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)-এর নিজস্ব পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস)-এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ৩ অক্টোবর ২০২৪ বৃহস্পতিবার পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস)-এর উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। এসময় প্রতিটি বিভাগ, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রকৌশলীগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বলেন, পাইলট নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (কেএমএস) উদ্বোধন ক্রিলিকের জন্য মাইলফলক। ভবিষ্যতে ক্রিলিকের মাধ্যমে এলজিইডির প্রকৌশলীদের জলবায়ু বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

জলবায়ু বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত উন্নয়নের বিষয় বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী ফিচারের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে কেএমএস। এর মাধ্যমে জাতীয় জলবায়ু সংক্রান্ত পলিসি, প্লানসমূহ, জলবায়ু তথ্য ও উপাত্ত, এলজিইডি ক্রিলিকের গাইডলাইন, ম্যানুয়েল, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট টুল (সিআরটি)সহ সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টের ভিডিও ডকুমেন্টরি, ইমেজ ও প্রকাশনাগুলো শেয়ার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, শেখ মুজাক্কা জাহের, কে. এম. জুলফিকার আলী, মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম এবং ক্রিম-এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন কেএফডব্লিউ পোর্টফোলিও কো-অর্ডিনেটর মোঃ তৌহিদুর রহমান, আইডিসি-ক্রিলিকের টিম লিডার ড. ডান বুমসহ এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর রুটিন দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন

স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের এক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক এলজিইডি'র পরিকল্পনা, ডিজাইন ও গবেষণা ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (গ্রেড-২) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথকে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী-এর 'রুটিন দায়িত্ব' প্রদান করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় এলজিইডির সিআরডিপি-২ প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা সড়ক

আধুনিক গ্রামীণ হাট বাজার নির্মাণ করছে এলজিইডি

গ্রামীণ হাটগুলোকে আধুনিক করছে এলজিইডি। 'দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'এর মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতের সুবিধা বাড়ানো, গ্রামে ব্যবসার পরিবেশ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন ছাড়া দেশের ৬৪ জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট ৫০৭টি আধুনিক মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হবে। চারতলা ফাউন্ডেশনে শুরুতে দোতলা মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতি তলার আকার ৩ হাজার থেকে ১০ হাজার বর্গফুট। এ পর্যন্ত ১৭৩টি ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬৬টি মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজ চলছে।

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় কাসিমনগর হাটে নির্মিত মার্কেট

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় নন্দনগাছী হাটে নির্মিত মার্কেট

রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় জামতলা হাটে নির্মিত মার্কেট

নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলায় পাঁচহাট বাজারে নির্মিত মার্কেট

শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় বাউশা বাজারে নির্মিত মার্কেট ভবনে চলমান কার্যক্রম

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় গোয়াতলা বাজারে নির্মিত মার্কেট ভবনে চলমান কার্যক্রম

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় ৬ তলা ভবন বিশিষ্ট নগর মাতৃসদন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলায় 'আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)' এর আওতায় ৬ তলা ভবন বিশিষ্ট নগর মাতৃসদন নির্মাণ করছে। মাতৃসদন কেন্দ্র নির্মাণের ফলে শরীয়তপুর জেলার মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা সেবা উন্নত হয়েছে। এখানে সহজেই স্বাস্থ্যসেবা লাভের সুযোগ মিলছে। শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন হচ্ছে। শহরের দরিদ্র জনগণ বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এই মাতৃসদন।

অপারেশন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ক্রিলিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ

অপারেশন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ক্রিলিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

২৩ অক্টোবর এলজিইডি সদর দফতরে জলবায়ুসহিষ্ণু স্থানীয় অবকাঠামো কেন্দ্র (ক্রিলিক) আয়োজিত অপারেশন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব ক্রিলিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের যে, দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে সেগুলোর একটি বাংলাদেশ। সুতরাং আমাদের অবকাঠামো নির্মাণ পরিকল্পনা ও ডিজাইন করার সময় এসব বিষয় বিবেচনাপূর্বক সম্পৃক্ত করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্লানিং) মোঃ জসিম উদ্দিন, ক্রিম এর প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, আইডিসি ক্রিলিকের টিম লিডার ড. ডান বুম।

সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ সাইফুর রহমান। এছাড়াও এলজিইডি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। যে পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয় সেগুলো হলো- মিরপুর ১ নং সেকশনের মাজার রোড সংলগ্ন 'লালকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'; মিরপুর সাত নম্বর সেকশনে 'আনন্দ নিকেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'; ঢাকা আলাতুন্নেসা হাইস্কুল সংলগ্ন 'ভোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'; ডেমরার কোনাপাড়া 'পাড়াডগার মান্নান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' এবং গুলশানের মাস্টারবাড়ি বাজার-আটিপাড়া রোড সংলগ্ন 'মুন্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। পাঁচটি বিদ্যালয়ের মধ্যে চারটি ছয়তলা এবং একটি চারতলা ভবন রয়েছে। এগুলোতে শ্রেণি কক্ষ ও শিক্ষক কক্ষ মিলে ১১৬টি কক্ষ রয়েছে। ওয়াশরুম রয়েছে মোট ৩১টি। বিদ্যালয়গুলোর নতুন ভবনে শিক্ষার্থী ধারণ ক্ষমতা ৪,০০০।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ব্রিজ নির্মাণে ব্যবস্থাপনা ও তদারক বিষয়ক প্রশিক্ষণ

এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক "প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট ও সুপারভিশন" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিজ নির্মাণের আধুনিক ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ পর্যবেক্ষণ, নির্মাণ উপকরণ নির্বাচন, মান-নিয়ন্ত্রণে এবং সেফটি ইস্যু বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে কোর্সটি প্রণয়ন করা হয় এবং আশা করা হয় প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রকৌশলীগণ দক্ষতার সাথে মাঠ পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, "প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট" হলো এমন এক প্রযুক্তি, যা ব্রিজ নির্মাণের স্থায়িত্ব ও গুণগত মান নিশ্চিত করে। এই ধরণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে প্রকৌশলীরা বাস্তবভিত্তিক সমস্যা সমাধানে অধিক দক্ষ হবেন এবং এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অবকাঠামো হবে আরও টেকসই ও মানসম্মত।

উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরে নভেম্বর পর্যন্ত এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ২,৭৪৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ফলশ্রুতিতে ২০০১ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অনুরূপভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২,০৭৫টি ব্যাচে ৬২,৩৩৯ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মোট ১,৪৫,৫৮৫ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ ট্রেড কোর্সে ২৪০ জন নির্মাণ শ্রমিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন, যা ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নের গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় যে, এলজিইডি কেবল অবকাঠামো নির্মাণে নয়, বরং দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের প্রতিও সমান গুরুত্ব প্রদান করে। প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের টেকনিক্যাল ও বাস্তব জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলাই এলজিইডি প্রশিক্ষণ ইউনিটের অন্যতম অঙ্গীকার।

ইউএলবিস'এ স্টেকহোল্ডারদের সভা

ইউডিসিজিপি: আধুনিক অবকাঠামো ও কার্যকর গভারন্যান্সের মাধ্যমে টেকসই নগরে রূপান্তর

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের প্রত্যয় নিয়ে আশির দশকে এলজিইডির যাত্রা। এ কাজের সফলতায় অর্থাৎ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণের সাথে সাথে নগরভিত্তিক কিছু নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহকে সহায়তা করার দায়িত্বও এলজিইডির উপর ন্যস্ত হয়। এ উদ্দেশ্যে এলজিইডির অধীনে বেশ কিছু প্রকল্প গৃহীত হয় যার মধ্যে ইউডিসিজিপি অন্যতম। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভার সমন্বয়ে আগস্ট ২০২২ তারিখ থেকে এ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। নগরভিত্তিক এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে নগরজীবনের প্রত্যাশিত কতিপয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত নিম্নের কাজগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে:

যানজটমুক্ত নগরী: যানজটমুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কক্সবাজার ও কুমিল্লায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাস টার্মিনাল, গাজীপুরে রেলওয়ে ওভারপাস ও কক্সবাজারে মেরিনড্রাইভ রোডে এলিভেটেড রোড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জলজটমুক্ত নগরী: জলজটমুক্ত নগর ব্যবস্থাপনায় প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল নগরীতে প্রয়োজনীয় ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে ড্রেনেজ সংক্রান্ত ৭টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

বর্জমুক্ত পরিচ্ছন্ন নগরী: পরিচ্ছন্ন নগরী বাস্তবায়নে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাসাবাড়িতে উৎপাদিত বর্জ্য থেকে শুরু করে নগরীর সকল বর্জ্য সংগ্রহ এবং তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় যথাস্থানে ডাম্প করা অত্যাবশ্যক। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (সংগ্রহ, স্থানান্তর, পরিবহন) এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ শহর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নগরবাসীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম অবকাঠামো হিসেবে নারায়ণগঞ্জে ৩০.৩০ একর, কুমিল্লায় ২৫ একর এবং কক্সবাজারে ১০.৫০ একর জমির ওপর সলিড ওয়েস্ট ল্যান্ডফিল স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যেই মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ: নগরবাসীকে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউবওয়েল স্থাপন এবং মিটারসহ হাউজহোল্ড কানেকশন নিশ্চিত করে পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌর এলাকায় ওয়াটার সাপ্লাই উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত পানির অপচয়রোধে গেটভাল্‌ভ, হাউজহোল্ড মিটার ও ফ্লো-মিটার সংযোগ করা হবে।

গণসচেতনতা বৃদ্ধি: এতোদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭২টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল আয়োজনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১,৯৮৩ জন। সম্পাদিত কর্মশালায় নগর পরিচালন (মৌলিক প্রশাসনিক জ্ঞান এবং দক্ষতা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাজেট ব্যবস্থাপনা, সম্পদ সংগ্রহ) পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, ওয়ার্ড স্তরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অবকাঠামোর অপারেশন ও মেইনটেনেন্স উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ অবকাঠামো উন্নয়নের অধীনে ৪২টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১০টি নির্মাণাধীন, ৬টির দরপত্র প্রক্রিয়াধীন, ১৮টির বিস্তারিত ডিজাইন ও ড্রইং এবং প্রাক্কলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং ৮টি উপ-প্রকল্প উন্নয়নের (কনসেপ্ট ডিজাইন/ডেফিনিট প্ল্যান) অধীনে রয়েছে।

প্রকল্পের অধীন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পিএমইউ এর কার্যক্রম সহজতর করার জন্য ডিজাইন, সুপারভিশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ডিএসএমসি কনসালট্যান্ট ফার্ম হিসাবে রয়েছে জয়েন্ট ভেনচার অব নিপ্পন কোয়েই লিমিটিড, কোয়েই রিসার্চ এন্ড কনসালটিং ইনকর্পোরেটেড, নিপ্পন কোয়েই বাংলাদেশ লিমিটেড, রিসোর্স প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস (প্রাঃ) লিমিটেড এবং বিইটিএস কনসালটিং সার্ভিসেস লিমিটেড।

কর্মীদের সেফটি নিশ্চিত করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ চলমান

রংপুরে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

রংপুরে তিস্তা নদীর ওপর প্রস্তাবিত ১২০০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করলেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ২৬ নভেম্বর ২০২৪ হতদরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায়। তিনি পীরগাছা উপজেলার ছাওলা ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ২ হাজার দুস্থ জনসাধারণের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। কম্বল বিতরণ শেষে মাননীয় উপদেষ্টা ছাওলা ইউনিয়নের পানিয়াল ঘাট সংলগ্ন তিস্তা নদীর ওপর প্রস্তাবিত ১২০০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্ব) নজরুল ইসলাম। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আনিসুল ওহাব খান, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল। আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ মুসা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক সুমনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রস্তাবিত ব্রিজের স্থান পরিদর্শন শেষে ছাওলা ইউনিয়ন পরিষদে মাননীয় উপদেষ্টা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন।

এরপর উপদেষ্টা "উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" এর আওতায় পীরগাছা উপজেলায় সম্প্রসারিত নতুন প্রশাসনিক ভবন ও হলরুমের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উপজেলা সম্প্রসারিত নতুন প্রশাসনিক ভবনটি নির্মাণ করেছে।

ঢাকা মহানগরীতে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে

- অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মাননীয় উপদেষ্টা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ রাজধানী ঢাকায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ঢাকা মহানগরী পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ" প্রকল্পের আওতায় ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়। মিরপুর মাজার রোড সংলগ্ন লালকুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা দিচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, শিশুর মানসিক বিকাশ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত এবং সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষে ঢাকা মহানগরীতে দৃষ্টিনন্দন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে শিশুরা সুন্দর ও আধুনিক পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। ঢাকার বাইরে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায়ও পরবর্তীতে দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, শিশুরা শুধু বই পড়ে শিখে না স্কুলের সামগ্রিক কার্যক্রম দেখে শিখে। সবচেয়ে বেশি শিখে অভিভাবকদের থেকে। কারণ শিশুরা অভিভাবকদের সঙ্গে বেশি সময় ব্যয় করে। দৃষ্টিনন্দন স্কুল করার পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহযোগিতা খুব প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবু নূর মোঃ সামসুজ্জামান বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীতে দেশ পরিচালনা করবে।

এরপর পৃষ্ঠা-১০

উপদেষ্টা: মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া, প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, সম্পাদক : মোঃ এনামুল হক, পিইঞ্জ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd